সংবাদ

তারিখ ... 10 DEC 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ......

রোকেয়া পদক বিতরণী অনুষ্ঠান

নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চাই : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চায়। প্রধানমন্ত্রী-বলেন, 'শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন আমরা নিশ্চিত করতে চাই। যাতে প্রত্যেক নারী অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হয় এবং উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। নিজের সংসার ও সমাজকে যেন গুড়ে তুলতে পারে।' বাসস।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল সকালে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া দিবস ও রোকেয়া পদক-২০১৬ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শতবর্ষ আগের সমাজ বাস্তবতায় বেগম রোকেয়া তখনই বুঝতে পারেন- 'নারীকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই মুক্তি অর্জন করতে হবে। শিক্ষাই হলো সেই স্বনির্ভরতার সোপান।' আমরা সবসময় এটাই বিশ্বাস করি যে, শিক্ষা ছাড়া প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। এজন্যই শিক্ষার প্রতি আমরা সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, আজকের দিনে সবাইকে অভিনন্দন জানাই এবং সবার কাছে আমি আমার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের জন্য দোয়া চাই- আজকে তার জন্মদিন। দোয়া করবেন- সে যে কাজ করে যাচ্ছে তাতে যেন সফল হয়। এদেশের প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক যারা তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান, তাদের জীবনকে অর্থবহ করার জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আমি আপনাদের কাছে তাদের জন্যও দোয়া চাই।

প্রধানমন্ত্রী আগামীতে রোকেয়া পদক দুইজনের স্থলে পাঁচজনকে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'আগামীতে দুজন নয়, পাঁচজনকে রোকেয়া পদক প্রদান করা হবে।' তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি- কারণ প্রতিবছর আমরা রোকেয়া পদক দিচ্ছি মাত্র দুজনকে। অথচ আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজকে মেয়েরা যথেষ্ট অবদান রাখছেন। তৃণমূল পর্যায় থেকে যারা অত্যন্ত সীমিত সুযোগ নিয়ে নারী শিক্ষায়, নারী জাগরণে, নারীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে আমরা তাদেরই পুরস্কৃত করতে চাই। একেবারে তৃণমূল পর্যায় থেকেই তাদের খুঁজে আনতে চাই এবং পুরস্কারের এই সংখ্যাটি আমরা বাড়াতে চাই।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক নারীর : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

রোকেয়া : পদক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৯৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৩৯ জন নারীকে এ পদক দেয়া হয়েছে।

অ্যারোমা দত্ত ১৯৫০ সালের ২০ জুলাই কুমিল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। শহীদ পরিবারের সন্তান অ্যারোমা দত্তের দাদা পাকিস্তান গণপরিষদে প্রথম বাংলা ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার দাবি তুলে ধরা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। মুক্তিযুদ্ধের সময় দাদা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কাকা দিলীপ দত্তকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক অ্যারোমার বাবা ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক সঞ্জীবদত্ত, যিনি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ অবজারভারের দ্বিতীয় শীর্ষ পদে কাজ করেছেন। ১৯৮০ সাল থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নারী জাগরণ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে আসছেন অ্যারোমা দত্ত। বর্তমানে আছেন বেসরকারি সংস্থা প্রিপ ট্রাস্টের নির্বাহী পরিচালক পদে। তিনি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক সদস্য।

নূরজাহান পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা সেলাই করেন। কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী এই নারী শিক্ষকতা করতেন। তিনি জাতীয় মহিলা সংস্থার কুষ্টিয়া জেলা শাখার নেতৃত্ব দেন দুই দফা।

'বেগম রোকেয়া পদক' সব নারীর জন্য উৎসর্গ করেন সংগ্রামী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নাতনি অ্যারোমা দত্ত। প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে পদক নেয়ার সময় নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি অ্যারোমা দত্ত। মঞ্চে মুখে হাত দিয়ে কেঁদে ফেলেন তিনি। পদক নেয়ার পর কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, এই পুরস্কার সব সংগ্রামী, সব নারীদের। আমি শুধু বাহক। আমার কোন অর্জন নাই। আমি আমার এই সম্মান, এই পদক, উনাদের পায়ে তুলে দিলাম। কারণ উনারাই আজকে আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করেছেন।

তিনি বলেন, জীবনে কখনো ভাবতে পারি নাই, আমি বেগম রোকেয়া পদক পাব। এই কথা গল্পের মতো আমার কাছে। আমি ভাবতেই পারছি না, আমি বারবার ভাবছি, আমি কী এর যোগ্য? মনে হচ্ছে, এই মণিহার কী আমার সাজে? আমি অত্যন্ত গর্বিত। হাসিনা আপা আমাকে এই পদক পরিয়ে দিয়েছেন। আমি আমার সমস্ত কিছুর কৃতজ্ঞতা উনাকে জানাই। রোকেয়া পদক পাওয়ায় গ্রামবাংলার প্রতিটি নারীর মুখে হাসি ফোটাতে আরও বেশি কাজ করার দায়িত্ব অনুভব করার কথাও বলেন তিনি।

দাদা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবা সঞ্জীব দত্ত ও কাকা দিলীপ দত্তকে স্মরণ করে অ্যারোমা দত্ত বলেন, উনারা দূরে কোথাও থেকে নিশ্চয়ই আনন্দাশ্রু ফেলছেন। আমার প্রাণপ্রিয় শেখ হাসিনা আপাকে সর্বদা আশীর্বাদ করছেন। জানালেন, ৯২ বছর বয়সী মা প্রতীতী দেবী এখন আর বিছানা থেকে উঠে নিজে বের হতে পারেন না। তিনিও নিজের ঘরে টেলিভিশনে মেয়ের পদক নেয়া দেখছেন।

মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য হিসেবে মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশের অস্তিত্বকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে শেখ হাসিনার সহায়তা চান তিনি। সেই সঙ্গে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি 'প্রণাম' এবং একাত্তরে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করা সব নারী-পুরুষ মুক্তিযোদ্ধার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পদকপ্রাপ্তি সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন বেগম নূরজাহান।